দৈনিক ইনকিলাব

DEC. 26 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৩ ...

ইনকিলাব ঃ গতকাল (মঙ্গলবার) হামদর্দ মিলনায়তনে 'মুন্সী মেহের উল্লাহ ঃ জীবন ও কর্ম' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলী

গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে বক্তারা

মুন্সী মেহের উল্লাহর জীবনী স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলী বলেছেন, মুন্সী মেহের উল্লাহর কর্মকাণ্ডকে অনুসরণ করতে হবে। মুন্সী মেহের উল্লাহর অবদান ডোলার মতো নয়। সৈয়দ আশরাফ আলী বলেন, মুন্সী মেহের উল্লাহর জীবনীকে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, মরহুম হাজী শরিয়ত উল্লাহ, মুন্সী মেহের উল্লাহ, শেরে বাংলা ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানীকে জানতে হবে। তাঁরা এ অঞ্চলের মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। মুন্সী মেহের উল্লাহ ঃ জীবন ও কর্ম গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে গতকাল (মঙ্গলবার) হামদর্দ মিলনায়তনে ঢাকা সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত আলোচনা সভায় সৈয়দ আশরাফ আলী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমদ, ইসলামিক ইনস্টিটিউট-এর সেক্রেটারী আব্দুল খালেক মজুমদার, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম, ডঃ মকবুলা রহমান ও নাসির হেলাল।

সৈয়দ আশরাফ আলী বলেন, তিতুমীর, মুন্সী মেহেরউল্লাহ ও ইসমাইল হোসেন শিরাজীর মত মনীষীগণকে অনেক সংগ্রাম ও কষ্ট করে জানতে হয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে কেউ মৌলবাদী বললে তাতে কিছু যায় আসে না। আমার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা সবকিছুই আল্লাহর জন্য। তিনি বলেন, এখনও আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শত্রু রয়েছে। এসব শত্রু সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমেও বাধা দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। বিগত ৫ বছরে মসজিদভিত্তিক কার্যক্রমে একজন হিন্দু লেখকের বইও জুড়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, রেডিও-টিভিও অমুসলিম চিন্তা-চেতনায় আবদ্ধ। ইতিপূর্বে রেডিও-টিভিতে পাঁচ ওয়াক্ত আজান প্রচারেও বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল।

আলোচনা সভায় অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমদ বলেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ আমাদের জন্য একটি নিয়ামত হিসেবে এসেছিলেন। তিনি খুবই সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। সম্মিলিতভাবে মুন্সী মেহেরউল্লাহর পূর্ণাঙ্গ জীবনীকে জানতে হবে। অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমদ বলেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ একজন জিহাদী পুরুষ ছিলেন। তিনি বলেন, আজকে যদি কাউকে বঙ্গবন্ধু বলতে হয় তবে প্রকৃত বঙ্গবন্ধুই হচ্ছেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ, শেখ মুজিব নন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিব ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। জনগণ তার জবাব দিয়েছেন। অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমদ বলেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ শিক্ষার আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বহুত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। তার উপর গভীর গবেষণা করতে হবে। অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমদ বলেন, বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছিল মুসলিম সুলতানদের দরবার থেকে। ইসমাইল হোসেন শিরাজীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম। ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও কায়কোবাদের মত গুণীজনদের আমরা আজ ভুলতে বসেছি।

অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমদ বলেন, আজ আমাদের পরিবারের সীমান্ত, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সীমান্ত আক্রান্ত হচ্ছে। এই সীমান্ত রক্ষা করতে মর্দে মুজাহিদদের এগিয়ে আসতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের যেই ভবনটিতে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল সেই ভবনটিকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, আক্রান্ত হলে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয় তা মুসলমানরা জানেন। এই প্রতিরোধের ভাষা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে কবি আল মাহমুদ বলেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহর আয়োজন ছিল সামান্য কিন্তু তার ঈমানী শক্তি ছিল আকাশচুম্বী। মুন্সী মেহেরউল্লাহকে নিয়ে কথা বলার জন্য দুঃসাহসী মানুষের দরকার। তিনি একজন দর্জি হয়েও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুসলমানদের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। এদেশে ইসলামের বিজয় হবেই। কবি আল মাহমুদ বলেন, এই জগতে বাঁচতে হলে মুসলমান হিসেবে সাহসের সাথে বাঁচতে হবে। তিনি বলেন, সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশে ইসলামী শাসন কায়েম হবে। ইসলামী শাসন কায়েমের আন্দোলনে সবাইকে সম্পৃক্ত হতে হবে।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মুনসী মেহেরউল্লাহকে আমাদের জাগরণের নকীব হিসেবে উল্লেখ করে পলাশী বিপর্যয়ের পর তার নেতৃত্বেই মুসলিম পুনর্জাগরণের সূচনা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। বাহাসকে ওয়াজের সংস্কৃতিতে রূপান্তর করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে তিনি এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন।

বইটির প্রকাশক আধুনিক প্রকাশনীর পক্ষে আবদুল খালেক মজুমদার এবং বইটির সম্পাদক নাসির হেলাল এ ধরনের একটি সুন্দর প্রকাশনা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।